কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 11. JUL. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৫ ...

# ভ্যাট বসিয়ে খোদ সরকারই শিক্ষাকে পণ্য বানাচ্ছে!

শরীফুল আলম সুমন ▷

**ঈদের পর ক্লাস বর্জন, অনশনের মতো কঠোর কর্মসূচি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের**

চলতি অর্থবছরের বাজেটে 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। আর এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। কারণ ভ্যাট গ্রাহককেই দিতে হয়। সেই হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় তার আয় থেকে কোনো ভ্যাট না দিয়ে তা ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের সব ধরনের ফির ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এমনিতেই গাদা গাদা ফি দিতে দিতে ক্লান্ত। এ অবস্থায় নতুন করে এই ভ্যাট আরোপ তাদের জন্য বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ অবস্থায় ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে। মানববন্ধন করে তারা এই ভ্যাটের ফাঁস থেকে মুক্তি চাইছে। শিক্ষার্থী সংগঠনগুলো বলছে, এই ভ্যাটের ফাঁস থেকে মুক্তি না দিলে ঈদের পর থেকে ক্লাস বর্জন ও অনশনের মতো কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, উন্নয়নশীল কোনো দেশেই শিক্ষায় ভ্যাট নেই। শিক্ষাকে সরকার অধিকার বললেও সেই সরকারই আবার একে পণ্যে পরিণত করছে। প্রতিবছর সরকার নতুন নতুন পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করে। এবার তারা শিক্ষাকেও পণ্যের কাতারে নামিয়ে একইভাবে ভ্যাট আরোপ করেছে। এতে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

জানতে চাইলে অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের। ভ্যাট আরোপের ফলে অনেক শিক্ষার্থীকে পড়ালেখা ছেড়ে দিতে হবে। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা ঢাকায় থেকে আয় করে নিজেরা পড়ছে। আবার বাড়িতেও টাকা পাঠাচ্ছে। তাদের কী হবে?

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

## ভ্যাট বসিয়ে খোদ সরকারই শিক্ষাকে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আমরা এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী, এনবিআর চেয়ারম্যান, অর্থ উপদেষ্টা ও শিক্ষামন্ত্রীকে বলেছি। কিন্তু তেমন কোনো কাজ হয়নি। আমাদের সংগঠনের চেয়ারম্যান দেশের বাইরে আছেন। তিনি এলে আমরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সার্বিক বিষয় অবহিত করব। এ জন্য যে অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্ম হতে পারে সেটাও তাঁকে জানাব।'

জানা যায়, বর্তমানে দেশে ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৬৬টি মেডিক্যাল-ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। তাতে প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই ভ্যাট দেওয়ার ফলে তাদের কোর্স ফি ৩০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত বেড়ে যাবে।

ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে ইতিমধ্যে আন্দোলনে নেমেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদ নামের একটি সংগঠন। ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে এই সংগঠনের কমিটি হয়েছে। এগুলো হলো—ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ, ইন্ডিপেনডেন্ট, সাউথ ইস্ট, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, প্রাইম এশিয়া, স্টামফোর্ড, ড্যাফোডিল, ইউল্যাব এবং ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি। এ ছাড়া পৃথকভাবে আন্দোলন করছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, সাভারের গণবিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ড্যাফোডিল, শান্ত মারিয়াম, ইস্ট-ওয়েস্ট, ব্র্যাক, সিটি, ইউল্যাব, উত্তরা, ইউআইটিএস, ইউডাসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অভিভাবক দলও সম্প্রতি বৈঠক করেছে। তারাও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেবে।

সংগঠন সূত্রে জানা যায়, তারা প্রাথমিকভাবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৃথকভাবে মানববন্ধন করবে। ঈদের আগেই এই কর্মসূচি শেষ করা হবে। আর ঈদের পর থেকে ক্লাস বর্জন, আমরণ অনশনের মতো বৃহৎ কর্মসূচি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই অনশন কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করবে তারা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে তাদের আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশনের নেতাদের সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদের বৈঠকও হয়েছে।

সংগঠনের আহ্বায়ক সাখিল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশে উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট আরোপ করা হয় না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংকটের কারণে আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হয়। কেউ বিনা মূল্যে পড়বে আর কেউ সহায়-সম্বল বিক্রি করে পড়বে তা তো হতে পারে না। শিক্ষা যদি অধিকার হয় তাহলে সবার জন্যই সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু সরকার সেটা না করতে পেরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর নতুন করে করের বোঝা চাপাচ্ছে। আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের অধিকার আদায় করব।'

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমান বলেন, 'এই ভ্যাট আরোপের প্রভাব তো পড়বেই। আমাদের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এই ভ্যাট সংগ্রহ করে সরকারকে দেওয়া। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোনো দেশে এ ধরনের ভ্যাট আছে বলে আমার জানা নেই। এখন বেসরকারিতে নিম্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরাও পড়ে। তারাই ঝরে যাবে। বেশি উচ্চশিক্ষিত মানুষ চেয়ে এ ধরনের ভ্যাট আরোপ অনভিপ্রেত।'

সাকিব চৌধুরী একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শেষ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। তার পরিবার থাকে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায়। সাকিবের বাবা জসিম চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'তাঁর ছেলের পড়াশোনা বাবদ প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ছেলেকে লেখাপড়া করাতে গিয়ে ইতিমধ্যে বেশকিছু আবাদি জমি বন্ধক রাখতে হয়েছে। এখন যদি নতুন করে ভ্যাট ধরা হয় তাহলে ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করতে গিয়ে শেষ সম্বলটুকুও হারাতে হবে।'

একই ধরনের কথা বললেন শান্ত মরিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাজুল ইসলাম সুজনের বাবা হাজি হাসান আহমেদ। তিনি বলেন, 'এখন যে টাকা দিতে হয় তাতেই নাভিশ্বাস উঠেছে। নতুন করে ভ্যাট আরোপ হলে কিভাবে সেই টাকার জোগাড় হবে ভেবেই পাচ্ছি না। এখন সরকারই বলুক, কারা উচ্চশিক্ষা নিতে পারবে? যাদের টাকা আছে, তারাই পড়বে? তাহলে অন্যদের সরকার কাজ দিক।'

আরেফিন শুভ নামে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়া একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বলেন, 'প্রতি সেমিস্টারে আমাকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা দিতে হয়। এই টাকা চাইতেই অসহায় বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। এখন এই ভ্যাট আরোপের কারণে মাঝপথেই লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় কি না সেই দুশ্চিন্তায় আছি।'